ভোরের কাগজ

তারিখ 23 JA
পৃষ্ঠা ৮ কলাম

রাজধানীর স্কুলে ভর্তি বাণিজ্য

রাজধানীর স্কুলগুলোতে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে ছাত্রছাত্রী ভর্তি চলছে চরম নৈরাজ্য। এই ভর্তি বাণিজ্যে নামীদামি প্রতিষ্ঠাগুলোই এগি ছাত্র ভর্তির নাম করে তারা অভিভাবকদের কাছ থেকে হাতিয়ে নিচ্ছে অংকের টাকা। এই টাকা হাতিয়ে নেওয়ার নতুন কৌশল হিসেবে হয়েছে 'উন্নয়ন কোটায় ভর্তি' এবং ভর্তিকালীন 'উন্নয়ন ফি' আদায়। 'উন্নয়ন ফি'র পরিমাণ স্কুলভেদে ছাত্রছাত্রী প্রতি ২০ হাজার থেকে ৫০ হাজার টাকা পর্যন্ত। অভিভাবকদের জিম্মি করে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগু নিয়ন্ত্রণহীনভাবে টাকা আদায়ের পেছনে রয়েছে ক্ষমতা প্রভাবশালীদের নিয়ন্ত্রণ এবং সরকারদলীয় তদবিরবাজদের তৎপ ভোরের কাগজে এ সংক্রান্ত গত ২ দিনের রিপোর্টে এ রকম উদ্বেগ তথ্যই প্রকাশিত হয়েছে। সঙ্গতই প্রশ্ন ওঠে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলে নিজেদের ইচ্ছামতো খাত তৈরি করে, যথেচ্ছ ফি ধার্য করে তা ত করতে পারে? এ ব্যাপারে কি সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্তৃপক্ষের কোনোই নি বা করণীয় নেই? নাকি তারা এ অবস্থাটাকেই অনুমোদন করছে?

পত্রিকায় প্রকাশিত রিপোর্টে মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজের মতো নামীদামি প্রতিষ্ঠানে বাণিজ্যের ন্যক্কারজনক চিত্র উঠে এসেছে। মতিঝিল আইডিয়াল পরীক্ষার মাধ্যমে নিয়মিত ভর্তির পাশাপাশি শতাধিক ছাত্র 'উন্নয়ন কে ভর্তির ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এই উন্নয়ন কোটায় ভর্তির জন্য ছাত্র সাধারণ ভর্তি ফি ৫ হাজার ৬০০ টাকার সঙ্গে নির্ধারিত রয়েছে অতি ২০ হাজার টাকা। কিন্তু ২০ হাজারের স্থলে ৫০/৬০ হাজার টাকা দি ভর্তির নিশ্চয়তা পাচ্ছেন না অভিভাবকরা। কারণ এটা চূড়ান্ত কর স্কুলের নিয়ন্ত্রক একজন প্রভাবশালী মন্ত্রী। এদিকে ভিকারুননিসা নূন এন্ড কলেজে ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পরও ভর্তিচ্ছুদের নিয়মিত বাইরে দিতে হচ্ছে মাথাপিছু অতিরিক্ত ২০ হাজার টাকা 'উন্নয়ন ম্যানেজিং কমিটি ঘোষিত এই উন্নয়ন ফি গত বছর যা ছিল ১০ হাজার এবার তা বাড়িয়ে দ্বিগুণ করা হয়েছে। সন্তানের ভবিষ্যতের কথা অভিভাবকরা বাধ্য হয়েই দিচ্ছেন এই অতিরিক্ত ২০ হাজার টাকা। পরীক্ষার ফল প্রকাশের পর এমন সময় এই অতিরিক্ত টাকার ঘে দেওয়া হয়েছে যখন তাদের আর অন্যত্র ভর্তির সুযোগ নেই। কৌ জিম্মি করেই আদায় করা হচ্ছে 'উন্নয়ন ফি'র নামে এই অতিরিক্ত টাকা পরিমাণ দাঁড়াবে ২ কোটি টাকারও বেশি। এ রকমই নিয়ন্ত্রণহীনভাবে চ কোটি টাকার ভর্তি বাণিজ্য।

বলার অপেক্ষা রাখে না যে দেশে শিক্ষা এখন অবাধ বাণিজ্যের ে পরিণত হয়েছে। এবং সরকারি নিয়ন্ত্রণহীনতায়ই তা বর্তমানে এমন ভয় অবস্থায় পৌঁছেছে। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শুরু করে পাড়া-মহ কিন্ডারগার্টেন, ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল সবখানেই একই চিত্র। রাজধ কিন্ডারগার্টেনগুলোতে প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি নিয়েও অবাধে চলছে বে বাণিজ্য, ভর্তি দালালি। বাণিজ্যিক পণ্য হয়ে শিক্ষা এখন সাধারণ বিং মানুষের হাতছাড়া। অন্যদিকে একটা নীতিহীন মুনাফাখোর শ্রেণী সর নিয়ন্ত্রণহীনতার সুযোগে ক্ষমতাবানদের পৃষ্ঠপোষকতায় এ নিয়ে চাল রমরমা বাণিজ্য। শিক্ষাক্ষেত্রে নীতিহীন অবাধ বাণিজ্য ও নৈরাজ্ য ব্যাপারে ঔদাসীন্য, অবহেলা প্রদর্শন আত্মঘাতীই হবে। শি প্রতিষ্ঠানগুলোর ভর্তি ফি, ছাত্র বেতন –এসব অবশ্যই সুনির্দিষ্ট নীতিমা ভিত্তিতে নির্ধারিত হওয়া উচিত। সর্বোপরি জরুরি হলো তদারক

শিক্ষাক্ষেত্রে নীতিহীন অবাধ বাণিজ্য ও নৈরাজ্যের ব্যাপারে ঔদাসীন্য, অবহেলা প্রদর্শন আত্মঘাতীই হবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর ভর্তি ফি, ছাত্র বেতন –এসব অবশ্যই সুনির্দিষ্ট নীতিমালার ভিত্তিতে নির্ধারিত হওয়া উচিত। সর্বোপরি জরুরি হলো তদারককারী কর্তৃপক্ষের